যুগান্তর

তারিখ 11 JUN 2003 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা : দ্বিতীয় দিনে বহিষ্কার সহস্রাধিক

যুগান্তর ডেস্ক

সারাদেশে গতকাল এইচএসসি পরীক্ষার দ্বিতীয় দিনেও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। গাইবান্ধায় অবৈধভাবে হলে প্রবেশ করে ছাত্রদের সহায়তা করার অভিযোগে একজন শিক্ষককে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। গতকাল দ্বিতীয় দিনে সারাদেশে সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহিষ্কারের খবর পাঠিয়েছেন যুগান্তর প্রতিনিধিরা :

সিলেট ব্যুরো : সিলেট বোর্ডের অধীন ৪টি জেলায় দ্বিতীয় দিনে মোট ৪৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ১৪ জন, হবিগঞ্জ জেলায় ৮ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ৬ জন এবং সুনামগঞ্জ জেলায় ১৯ জন।

কুমিল্লা : কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ছয়টি জেলায় মোট ৯১ জন ছাত্রছাত্রী বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে কুমিল্লায় ১২ জন, চাঁদপুরে ৩, নোয়াখালীতে ২৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১৮, ফেনীতে ১৩ ও লক্ষ্মীপুরে ২০ জন।

বরিশাল ব্যুরো : বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে ১৫৪ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃতদের মধ্যে রয়েছে পটুয়াখালীতে ১৩, বরগুনায় ৩, পিরোজপুরে ১৪, ঝালকাঠিতে ২৪, ভোলায় ৪৬ এবং বরিশাল জেলায় ৫৪ জন। বরিশালে সরকারি মহিলা কলেজ থেকে ৮ জন, ইসলামিয়া কলেজে ১, মানিক মিয়া মহিলা কলেজে ৫ ও অমৃত লাল দে কলেজে ১ জন। বাকেরগঞ্জ সরকারি কলেজ কেন্দ্র থেকে বহিষ্কার করা হয় ৩ জন। বাবুগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ১ জন, বানারীপাড়ায় ১, উজিরপুরে ১১, আগৈলঝাড়ায় ১, গৌরনদীতে ১২, হিজলায় ২, মুলাদীতে ৬ এবং মেহেন্দীগঞ্জ কেন্দ্র থেকে ১ জন বহিষ্কৃত হয়।

যশোর ব্যুরো : যশোর জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রের ২৭ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়। যশোর শিক্ষা বোর্ড জানায়, শনিবার বোর্ডের অধীনে ১০ জেলা থেকে মোট ১০৬ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে নড়াইলে ২, ঝিনাইদহে ৯, মাগুরায় ১, খুলনায় ১০, বাগেরহাটে ১৪, সাতক্ষীরায় ৯, কুষ্টিয়ায় ১১, চুয়াডাঙ্গায় ১০ ও মেহেরপুরে ১২ জন।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধায় মোট ৮৪ জন পরীক্ষার্থী অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ৬৬ জন এবং এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ১৮ জন। এছাড়া তুলশীঘাট শামসুল হক কলেজ কেন্দ্রের ফকিরহাট কলেজের প্রভাষক মোহাম্মদ আলী মর্তুজা অবৈধভাবে প্রবেশ করে তার কলেজের পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই প্রভাষক এখন জেলহাজতে।

লালপুর : লালপুরের তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে চারজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদের মধ্যে গোপালপুর কলেজ কেন্দ্রে একজন, লালপুর কলেজ কেন্দ্রে দু'জন ও লালপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে একজন।

পাবনা : জেলার নয়টি উপজেলার ২০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্র পরীক্ষায় ২০ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শেরপুর : জেলার পাঁচটি কেন্দ্রে মোট নয়জনকে বহিষ্কার করা হয়। এর মধ্যে শেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে দু'জন, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রে একজন, নালিতাবাড়ী নাজমুল স্মৃতি কলেজ কেন্দ্রে একজন, নকলা হাজী জাল মামুদ কলেজ কেন্দ্রে চারজন ও শ্রীবরদী সরকারি কলেজ কেন্দ্রে একজন।

দিনাজপুর : দিনাজপুরে মোট ৫৯ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। সর্বোচ্চ বহিষ্কার হয়েছে দিনাজপুর কেবিএম কলেজ কেন্দ্রে ৩২ জন।

কাপাসিয়া (গাজীপুর) : কাপাসিয়ায় পাঁচটি কেন্দ্রের মধ্যে কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে দুজন, হাইলজোর ইউনিয়ন মহাবিদ্যালয়ে ছয়জন, তোক শরীফ মমতাজ কলেজে একজন এবং ঘাগুটিয়া রসতাজ কলেজে একজনসহ মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নাটোর : নাটোরে ২২ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে বাগাতীপাড়া ডিগ্রি কলেজে নয়জন, লালপুরে তিনজন, সিংড়ায় দু'জন, বড়াইগ্রামে দু'জন এবং নাটোর সদরে চারজন। এছাড়া ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা বিভাগে সিংড়ায় দু'জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) : ঈশ্বরগঞ্জ বিশ্বেশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কাঁঠালিয়া (ঝালকাঠি) : কাঁঠালিয়া তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে আটজন, আমুয়া শহীদ রাজা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে তিনজন এবং আমুয়া এইচএসসি ব্যবসা ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা কেন্দ্রে একজনসহ মোট ১২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

শাহজাদপুর : শাহজাদপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রে ছয়জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কেশবপুর (যশোর) : সাতজনকে নকল করার অপরাধে বহিষ্কার করা হয়েছে। কেশবপুর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে পাঁচজন ও হাজী মোতালেব কলেজ কেন্দ্রে দু'জন বহিষ্কার হয়।

রাজাপুর : ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলায় ছয় পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

চাটখিল : নোয়াখালীর চাটখিলে গতকাল একজন বহিষ্কার হয়েছে।

গোপালগঞ্জ : ১৭ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে মুকসুদপুরে পাঁচজন, টুঙ্গিপাড়ায় দু'জন, কাশিয়ানী উপজেলার রামদিয়া কেন্দ্রে ছয়জন, সদর উপজেলার মহিলা কলেজ কেন্দ্রে দুজন ও বৌলতলী কেন্দ্রে দুজন।

মেলান্দহ (জামালপুর) : মেলান্দহে চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি বালিকা স্কুল কেন্দ্রে তিনজন এবং সরকারি কলেজ কেন্দ্রে একজন।

শিবচর (মাদারীপুর) : শনিবার শিবচর কেন্দ্রে তিনজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মাদ্রাসা কেন্দ্রে কোন বহিষ্কারের ঘটনা ঘটেনি।

লক্ষ্মীপুর : দ্বিতীয় দিনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে ১৯ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং মাদ্রাসা পরীক্ষায় নকলের দায়ে চারজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : জেলার ১২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২২ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পরশুরাম : ফেনীর পরশুরামে দু'জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

কাউখালী : পিরোজপুরের কাউখালীতে মোট ছয়জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

নীলফামারী : নীলফামারীতে ১৩ জন পরীক্ষার্থীকে নকল করার দায়ে বহিষ্কার করা হয়।

কুড়িগ্রাম : জেলার ৯টি উপজেলার ১৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬১ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়। এদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র রাজারহাট মীর ইসমাইল হোসেন ডিগ্রি কলেজে সর্বোচ্চ ১৮ জন পরীক্ষার্থী বহিষ্কার হয়েছে। অপরদিকে মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় বহিষ্কার হয়েছে ছয়জন।

গাজীপুর : ১৬টি কলেজ কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি কেন্দ্র থেকে মোট ২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে ভাওয়াল মির্জাপুর ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে দুজন, রোভার পল্লী ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে একজন, টঙ্গী সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুজন, পিয়ার আলী কলেজে একজন, কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজে দুজন, বিরাটি কর্ণতাল কলেজে একজন, শরীফ মোমতাজ উদ্দিন আহম্মদ কলেজে একজন, হাইলজোর ইউনিয়ন ডিগ্রি কলেজে ছয়জন, জামালপুর ডিগ্রি কলেজে নয়জন।

জয়পুরহাট : জেলার চারটি উপজেলার পাঁচটি কেন্দ্রে মোট আটজন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে জয়পুরহাট সদর উপজেলার জয়পুরহাট সরকারি কলেজ কেন্দ্রে থেকে তিনজন, জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে দুজন, পাঁচবিবি উপজেলার মহীপুর হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারি কলেজ কেন্দ্র থেকে একজন, শিবপুর কলেজ কেন্দ্র থেকে একজন ও ক্ষেতলাল সৈয়দ আলতাফুন্নেছা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র থেকে একজন।

এইচএসসি : কালিয়াকৈরে ৭০ খ্রিস্টান পরীক্ষার্থীর রাতে পরীক্ষা গ্রহণ

গাজীপুর প্রতিনিধি

জেলার কালিয়াকৈরের ৭০ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থী গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকে বিশেষ ব্যবস্থায় ইংরেজি দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা দিয়েছে। খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এ পরীক্ষার্থীরা ধর্মীয় নিয়মানুযায়ী 'সেভেনথ ডে অ্যাডভেন্টিস্ট' উপলক্ষে গতকাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত সব ধরনের কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে। ফলে গতকাল দিনের বেলায় অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় তারা অংশগ্রহণ করেনি। একই সেটের প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের জন্য এ পরীক্ষার্থীদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কালিয়াকৈর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে একটি তালাবদ্ধ ঘরে বসিয়ে রাখা হয়। এই পরীক্ষার্থীরা কালিয়াকৈরের গোয়াল বাথান খ্রিস্টান মিশনের ছাত্র এবং তারা কালিয়াকৈর কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়।

কালকিনিতে ইংরেজি প্রথমপত্রে 'খ' সেটে পরীক্ষা গ্রহণ

মাদারীপুর/কালকিনি প্রতিনিধি

গত বৃহস্পতিবারের এইচএসসি পরীক্ষার প্রথমদিনে ইংরেজি প্রথম পত্রে কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন কলেজ কেন্দ্রে ইংরেজি প্রশ্নপত্র ক সেটের পরিবর্তে খ সেট বিতরণ করা হয়। পরীক্ষা শেষে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ ক সেটের চাইতে খ সেট কঠিন প্রশ্ন হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা যথাযথ উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। এ ব্যাপারে গতকাল কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধ্যক্ষ বাদেকুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ভুলবশত অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনাটি ঘটে গেছে। এ ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়েছে। তারা এ বিষয়ে জানিয়েছে, কালকিনি কেন্দ্রের ১৬৬৫ জন পরীক্ষার্থীর খাতা আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হবে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার শফিকুল ইসলামও ভুলের কথা স্বীকার করেছেন। এদিকে গতকাল মাদারীপুরের জেলা প্রশাসক আবদুল মালেকও বিষয়টি নিয়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করেছেন বলে জানান। গতকাল কালকিনিতে পরীক্ষার সময় ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা হতে পারে বলে এই আশংকায় পরীক্ষা কেন্দ্রে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তবে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।